

Bhatter College

Dantan, Paschim Medinipur

Dept:-Music

Professor Name:-Dr. Santanu Tewari

Semester-II

Music Honours-2020

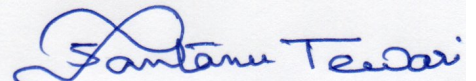
C3T:-Introduction of Rabindra Sangeet & Theoretical knowledge of Ragas, Talas and Notations (Theoretical)

Course Contents

08.Knowledge of Notations:-

- Bhatkhande System & Akarmatrik System

Dated:-18.04.2020


Signature of H.O.D

১৪৭। আকারমাত্রিক ও ভাতখণ্ডে স্বরলিপির তুলনামূলক আলোচনা কর।

আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি

(১) ১৩৬৭ সালের বৈশাখ মাসের 'গীতবিতান' নামক পত্রিকায় সংগীতের স্বরলিপি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, "সৌরিন্দ্র মোহন ঠাকুর" এর প্রচেষ্টায় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এক স্বরলিপি প্রথা প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর সংশোধন ও পরিবর্তন করে বাংলায় আকার মাত্রিক স্বরলিপির প্রচলন করেন।

(২) আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতিতে সব স্বরই (এক মাত্রার স্বর) আকার সহযোগে লেখা হয়। যেমন - শুদ্ধস্বর - সা রা গা মা পা ধা না।

(৩) বিকৃত স্বরগুলি হল :-

কোমল রে = ঋ

কোমল গ = ঙ্গা

তীব্র ম = ম্মা

কোমল ধ = দা

কোমল নি = ণা

ঋা' = অতিকোমল ঋষভ। অতি কোমল ঋষভের স্থান সা ও ঋা স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী।
জ্ঞা', দা', ণা' = যথাক্রমে অতিকোমল

ভাতখণ্ডে স্বরলিপি পদ্ধতি

(১) পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তরে ঘুরে বড় বড় ওস্তাদদের ভালো ভালো গায়কীর গান সংগ্রহ করেন। সেই গানগুলিকে বা বন্দিশগুলিকে (বন্দে শ) তাঁর নিজের রচিত সহজ স্বরলিপিতে লিপিবদ্ধ করে ছয়টি খণ্ডে "ক্রমিক পুস্তক মালিকা" নামক সংগীত স্বরলিপির বই রচনা করেন। তাঁর নাম অনুসারে এই স্বরলিপির নাম হল 'ভাতখণ্ডে স্বর লিপি পদ্ধতি'।

(২) ভাতখণ্ডে স্বরলিপি পদ্ধতিতে শুদ্ধ স্বরগুলি লেখা হয় সা রে গ ম প ধ নি এই ভাবে।

(৩) বিকৃত স্বরগুলি হয় -

কোমল রে = রে

কোমল গ = গ্

তীব্র ম = ম্

কোমল ধ = ধ্

কোমল নি = নি

কোমল স্বরের নীচে '-' চিহ্ন বসে এবং তীব্র স্বরের উপরে '।' চিহ্ন বসে। যেমন বে গ ধ নি কোমল স্বর ম তীব্র বা কড়ি

গান্ধার, ধৈবত এবং নিষাদ। ঋা' = অনুকোমল ঋষভ। অনুকোমল ঋষভের স্থান ঋা ও রা স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী। জ্ঞা', দা', ণা' = যথাক্রমে অনুকোমল গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ।

(৪) মঙ্গ্র সপ্তকের চিহ্ন হ'ল ঐ স্বরগুলির নীচে 'হসন্ত' বসে। যেমন - মা পা ধা না

(৫) তার সপ্তকের চিহ্ন হ'ল ঐ স্বরগুলির উপরে 'রেফ' বসে। যেমন - সা রা গা মা

(৬) এক মাত্রায় একটি করে স্বর হলে তখন স্বরের পাশে 'আকার' চিহ্ন বসে। যেমন - সা রা গা ইত্যাদি। অর্ধ মাত্রা = ঃ, দুটি

অর্ধমাত্রা = সরা। চারটি অর্ধ সিকি মাত্রা = সরগমা। দুটি সিকি মাত্রা সর ঃ একটি অর্ধ

মাত্রা ও দুটি সিকি মাত্রা মিলিয়ে এক মাত্রা = সঃ গরাঃ। একটি দেড় মাত্রা ও একটি

। অর্ধমাত্রা মিলিয়ে দুই মাত্রা = রাঃ গঃ

(৭) '।' দাঁড়ি দ্বারা তালের বিভাগ বোঝানো হয়।

(৮) এই পদ্ধতিতে সমের চিহ্ন হ'ল ০।

(৯) খালি বা ফাঁকের চিহ্ন হ'ল " ০"

(১০) আকার মাত্রিক পদ্ধতিতে স্বরের নীচে

স্বর।

(৪) মঙ্গ্র সপ্তকের চিহ্ন হ'ল ঐ স্বরগুলির নীচে 'বিন্দু' বসে। যেমন - ম্ প ধ নি।

(৫) তার সপ্তকের চিহ্ন হ'ল ঐ স্বরগুলির উপরে বিন্দু বসে। যেমন - সা বে গ ম।

(৬) এক মাত্রায় একটি স্বর হলে স্বরগুলি পৃথক পৃথক ভাবে লিখতে হবে। যেমন -

সা রে গ ম এক মাত্রার মধ্যে একাধিক স্বর হলে ঐ স্বরগুলির নীচে অর্ধবৃত্তাকার

চিহ্ন বসে যেমন - সারে সারেগা

সারেগম একটি স্বর একাধিক মাত্রায় হলে তখনই স্বরের ডানদিকে ড্যাস চিহ্ন বসে।

যেমন - সা-, সা-- , সা --- ঙ্গ

(৭) এই পদ্ধতিতে বিভাগের চিহ্ন '।' এই ধরনের দাঁড়ি দিয়ে বোঝানো হয়।

(৮) এই পদ্ধতিতে বামে চিহ্ন হল " + "। প্রতি বিভাগের প্রথম মাত্রার উপরে , ২, ৩, ৪, ০ ইত্যাদি লেখা হয়।

(৯) এই পদ্ধতিতেও '০' দিয়ে খালি বা ফাঁক বোঝানো হয়।

(১০) ভাতখণ্ডে স্বরলিপি পদ্ধতিতে স্বরের

- অর্ধবৃত্তাকার চিহ্ন দিয়ে মীড় বোঝান হয়। উপরে মীড়ের চিহ্ন বসে। যেমন -সাঁ ধ।
 যেমন সা ধা
 (১১) মূল স্বরের আগে কোন স্বরকে অল্প (১১) ভাতখন্ডে স্বরলিপি পদ্ধতিতে স্পর্শ স্পর্শ করলে তখন মূল স্বরের বামপাশে সেই স্বর মূল স্বরের মাথার উপরে লেখা হয়।
 স্বরটি লেখা হয় যেমন গা এবং মূল স্বরের যেমন গ, ম
 ডান দিকে ঐ স্বরটি ছোট করে লেখা হয়।
 যেমন - গা^গ।
 (১২) একটি স্বরের অধিক মাত্রা হলে ঐ (১২) একটি স্বর অধিক মাত্রা হলে ঐ স্বরের ডান দিকে '১' চিহ্ন লেখা হয়। স্বরের ডান দিকে '১' এই রূপ ড্যাস চিহ্ন লেখা হয়।
 যেমন সা ১ ১ ১
 (১৩) যখন স্বরের নীচে গানের অক্ষর থাকে (১৩) যখন স্বরের নীচে গানের অক্ষর থাকে না তখন স্বরের ডান দিকে '০' চিহ্ন বসে এবং থাকে না তখন স্বরের ডান দিকে '১' চিহ্ন বসে এবং গানের পংক্তিতে '০' চিহ্ন বসে। যেমন চিহ্ন বসে এবং গানের পংক্তিতে '১' চিহ্ন বসে।
 সা - ১ - ১ - ১

- ১৪৮। প্রাক-বৈদিক যুগের সাংগীতিক নিদর্শনের নাম লেখ।
 উঃ প্রাক-বৈদিক যুগের সাংগীতিক নিদর্শনগুলি হ'ল, নৃত্যশীলা নারীর ভঙ্গ ব্রোঞ্জের মূর্তি, সাত ছত্রযুক্ত বাঁশী, বিকৃতবীণা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি।
 ১৪৯। সিন্ধু সভ্যতা আনুমানিক কত বছরের পুরানো?
 উঃ সিন্ধু সভ্যতা আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরানো সভ্যতা।
 ১৫০। সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত হয় কোথায়?
 উঃ সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত হয় হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োয়।
 ১৫১। প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রের নাম লেখ?
 উঃ পাথরের টুকরো, গাছের গুঁড়ি হ'ল প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। তারপরে আমরা ভূমিদুন্দুজি নাম পাই।
 ১৫২। আনন্দ বাদ্য বা অবনন্দ কাকে বলে এবং দু'একটির উদাহরণ দাও?
 উঃ চর্মাটির দ্বারা আচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্রকে আনন্দ বাদ্য বলে। আনন্দ বাদ্যের উদাহরণ হ'ল - দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, ভেরী। বর্তমানে তবলা, ঢোলক, বঙ্গ, শ্রীখোল প্রভৃতি।

- ১৫৩। ততবাদ্য কাকে বলে এবং দু'একটির উদাহরণ দাও?
 উঃ তন্ত্রীযুক্ত বাদ্যযন্ত্রকে ততবাদ্য বলে অর্থাৎ যে বাদ্যযন্ত্র তারের সাহায্যে বাজানো হয় বা তার যুক্ত বাদ্যযন্ত্রকে তন্ত্রীবাদ্য বা ততবাদ্য বলে। যেমন - বীণা, বর্তমানে সেতার, সরোদ প্রভৃতি।
 ১৫৪। ঘনবাদ্য কাকে বলে এবং উদাহরণ দাও?
 উঃ তাল দেওয়ার জন্য যে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় ঘনবাদ্য। যেমন- করতাল, ঝাঁঝ, ঘন্টা প্রভৃতি।
 ১৫৫। সুঘির বাদ্য কাকে বলে এবং দু'একটির উদাহরণ দাও?
 উঃ হাওয়ার সাহায্যে যে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় তাকে সুঘির বাদ্য বলে। যেমন— বেনু, শঙ্খ (বর্তমানে হারমোনিয়াম)।
 ১৫৬। তালের দশপ্রাণ কি কি?
 উঃ তালের দশপ্রাণ হ'ল— (১) কাল, (২) মার্গ, (৩) ক্রিয়া, (৪) অা, (৫) গ্রহ, (৬) জাতি, (৭) কলা, (৮) লয়, (৯) যতি, (১০) প্রস্তার।
 ১৫৭। সংগীতের কয়টি ভাগ এবং কি কি?
 উঃ সংগীতের ৩ টি ভাগ (১) গীত, (২) বাদ্য, (৩) নৃত্য।
 ১৫৮। গীত কাকে বলে?
 উঃ সুর, অর্থযুক্ত শব্দ এবং ছন্দ বা তালের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করাকে গীত বলে।
 ১৫৯। বাদ্য কাকে বলে?
 উঃ সুর ও ছন্দ বা তাল সহযোগে যন্ত্রের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করাকে বাদ্য বলে।
 ১৬০। নৃত্য কাকে বলে?
 উঃ তাল ও ছন্দ সহযোগে সুললিত অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করাকে নৃত্য বলে।
 ১৬১। ভারতীয় সংগীতের মুখ্য দু'টি পদ্ধতি কি কি এবং ভারতীয় সংগীতের উৎস বলতে কি বোঝ?
 উঃ ভারতীয় সংগীতের মুখ্য দু'টি পদ্ধতি হ'ল - (১) উত্তর ভারতীয় সংগীত পদ্ধতি বা হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি। (২) দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত পদ্ধতি বা কর্ণাটকী সংগীত পদ্ধতি। ভারতীয় সংগীতের উৎস বলতে আমরা সামগানকে বুঝি।